INNOVISION

Research | Technical Assistance | Project Management

নির্বাচনের সময় | পরিবেশ | আইন শৃঙ্খলা ও অন্তর্বর্তিকালীন সরকারের প্রতি প্রত্যাশা

জনগণের নির্বাচন ভাবনা

People's Election Pulse Survey (PEPS)

রাউন্ড ২ – পর্ব ১ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

Innovision Consulting–এর একটি সামাজিক গবেষণা

সহযোগিতায়:

BRAIN

ভয়েস ফর রিফর্ম

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সমীক্ষাটি, যা বাংলাদেশের ১০,৪১৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচনী পরিবেশ, আইন ও শৃঙ্খলা এবং নির্বাচনী সংস্কার সম্পর্কে জনগণের অনুভূতি জানতে চেষ্টা করেছে।

মূল ফলাফলগুলো হলো:

- **সরকারে জনগণের আস্থা**: ভালো'(৩৯.৮%) বা 'মধ্যম (৩৯।%) হিসাবে রেট দিয়েছে। তবে, তরুণ, বেশি শিক্ষিত এবং শহুরে জনসংখ্যার মধ্যে অনুমোদনের রেটিং কম।
- **নিরপেক্ষ নির্বাচন ও ভোটার নিরাপত্তা**: সরকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সক্ষম হবে কিনা সে বিষয়ে জনগণ মূলত আত্মবিশ্বাসী, যার ৬৯.৯% একটি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছে। একটি অনুরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠ (৭৭.৫%) বিশ্বাস করে যে তারা নিরাপদে এবং ভয় ছাড়া ভোট দিতে পারবে। এর সত্ত্বেও, পুলিশ ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ তরুণ, শিক্ষিত এবং শহুরে বাসিন্দাদের মধ্যে বেশি।
- **আইন ও শৃঙ্খলা: অধিকাংশ উত্তরদাতা** (৫৬.৬%) মনে করেন যে গত ছয় মাসে চাঁদাবাজির পরিস্থিতি বেড়েছে। এই ধারণা শহুরে বাসিন্দা, তরুণ প্রজন্ম এবং উচ্চ শিক্ষা ও আয়ের স্তরের লোকেদের মধ্যে বেশি স্পষ্ট। এই বিষয়ে তথ্যের প্রাথমিক উৎস হলো সামাজিক মাধ্যম, যা একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জনসংখ্যার জন্য, বিশেষ করে তরুণ এবং বেশি শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য।
- **নির্বাচন সময় ও ভোটদানের অভিপ্রায়**: একটি overwhelming ৮৬.৫% উত্তরদাতা সম্মত হয়েছে যে নির্বাচন ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং ৯৪.৩% ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তবে, শিক্ষার্থী, শিক্ষিত ব্যক্তি এবং কিছু পেশাজীবী নির্বাচন সময় সম্পর্কে উচ্চতর অসম্মতি এবং ভোট দেওয়ার কম ইচ্ছা দেখিয়েছে।
- **নির্বাচনী সংস্কার**: সংসদের উচ্চ কক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা কম, ৫৬% উত্তরদাতা এই ধারণাটির সাথে অপরিচিত। যারা সচেতন, তাদের মধ্যে এই ব্যবস্থার প্রতি বিরোধিতার চেয়ে বেশি সমর্থন রয়েছে। পিআর-এর জন্য সচেতনতা এবং সমর্থন তরুণ প্রজন্ম এবং উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইনোভিশন কনসাল্টিং একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা পরামর্শ, গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা। জনগণের নির্বাচন উপলব্ধি সমীক্ষা ইনোভিশনের একটি সামাজিক গবেষণা উদ্যোগ। এই উদ্যোগটি **ভয়েস ফর রিফর্ম** এবং **বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (ব্রেইন)**-এর সহযোগিতায় নেওয়া হয়েছিল।

OFFICIAL

সূচিপত্র

১. ইনোভিশন সম্পর্কে..... 4

১.১ পটভূমি 4

১.২. পদ্ধতি..... 5

৩. ফলাফল..... 7

৩.১ প্রশাসনে জনগণের আস্থা..... 7

৩.২ একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন সংক্রান্ত জনগণের আস্থা 9

৩.৩ নির্বাচনের সময় পুলিশ ও প্রশাসনের অনুভূত নিরপেক্ষতা 10

৩.৪ ভোটার নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা 12

৩.৫ ভোটার নিরাপত্তা ও ঝুঁকি: নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা সহিংসতার সম্ভাবনা..... 14

৩.৬ বর্তমান আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি 16

৩.৭ আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি: চাঁদাবাজি সংক্রান্ত তথ্যের উৎস..... 18

৩.৮ নির্বাচন সময় এবং ভোটদানের অভিপ্রায় 21

৩.৯ নির্বাচন সময় এবং ভোটদানের অভিপ্রায়: যদি পরবর্তী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা..... 23

৩.১০ নির্বাচনী সংস্কারের উপর মতামত..... 24

OFFICIAL

১. ইনোভিশন সম্পর্কে

ইনোভিশন একটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা এবং ব্যবস্থাপনা পরামর্শ সংস্থা। আমরা বিশ্বের বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অর্থ এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনে কাজ করছি। আমরা সরকার, বেসরকারি খাতের অভিনেতা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদার, বহুপাক্ষিক সংস্থা, এবং নাগরিক সমাজ সংস্থাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পদ্ধতিগত সমাধান ডিজাইন, বাস্তবায়ন, এবং মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য গবেষণা, প্রযুক্তিগত সহায়তা, এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরিষেবা অফার করি। আমাদের কাজ অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজার, ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য এবং ভাগ করা সমৃদ্ধির বাধাগুলি সনাক্ত ও অতিক্রম করতে দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-উত্তর সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। জাতীয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলির উপর গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনা পরামর্শ পরিষেবা পরিচালনায় আমরা বাংলাদেশে বৃহত্তম। সংকট এবং জরুরি পরবর্তী সময়ে গবেষণা পরিচালনায় নেতৃত্বের জন্য ইনোভিশন বাংলাদেশে অত্যন্ত সম্মানিত। কোভিড ১৯ শাটডাউনের সময় ইনোভিশন বাংলাদেশে প্রথম সংস্থা ছিল যারা নিম্ন আয়ের উপার্জনকারী পরিবারগুলির চ্যালেঞ্জগুলি প্রকাশ করার জন্য ফোন কল ভিত্তিক দ্রুত সমীক্ষা চালু করে। আজ পর্যন্ত, ইনোভিশন দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা (MENA), পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে ২২টি দেশে ৫০০টিরও বেশি অ্যাসাইনমেন্ট সরবরাহ করেছে।

১.১ পটভূমি

৫ আগস্ট, ২০২৪-এ আওয়ামী লীগ-নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট একটি গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। এই পরিবর্তনের সময়কাল জনগণের মেজাজ বোঝা এবং নাগরিকদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায়, ইনোভিশন "Bangladeshspeaks.com" চালু করেছে, একটি অনলাইন মাইক্রো-পোলিং সাইট, যা বিকশিত রাজনৈতিক দৃশ্যপটের প্রতি মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ধরতে। জনগণের মনোভাব দেখার এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার পরে শীঘ্রই সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ একটি আরও কাঠামোগত জাতীয় পোল করা হয়েছিল, যা বিশেষভাবে ভোট দেওয়ার অভিপ্রায়, ভবিষ্যতে একটি নির্বাচনে মানুষ কাকে ভোট দিতে পারে তার উপর মনোযোগ দেয়। এই প্রচেষ্টাগুলি থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি এই ধরনের কাজের মূল্য নিশ্চিত করে এবং জনমতের আরও পদ্ধতিগত এবং গভীর বিশ্লেষণের জন্য একটি স্পষ্ট চাহিদা প্রকাশ করে। এটি আমাদের ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ, "জনগণের নির্বাচন পালস সমীক্ষা" (পিইপিএস) তৈরিতে নেতৃত্ব দেয়। পিইপিএস বাংলাদেশে তার ধরনের প্রথম জাতীয়-স্তরের পোলগুলির মধ্যে একটি ছিল, যা সাধারণ ভোট দেওয়ার অভিপ্রায় ছাড়িয়ে যায়। সমীক্ষাটির লক্ষ্য ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মক্ষমতা, পরবর্তী সরকারের কাছ থেকে নাগরিকদের প্রত্যাশা, মানুষের ভোটের পছন্দ এবং অগ্রাধিকার এবং ভোট দেওয়ার আচরণ সম্পর্কে জনগণের মনোভাব অন্বেষণ করা। এটি ভোট দেওয়ার পছন্দের উপর ভোটারের মিডিয়া ব্যবহারের আচরণও ব্যাখ্যা করে। ৮ মার্চ, ২০২৫-এ, ইনোভিশন বাংলাদেশের সমস্ত ৬৪টি জেলার ১০,৬৯৬ জন ভোটদানের বয়সের উত্তরদাতার উপর পরিচালিত পিইপিএস সমীক্ষার প্রথম রাউন্ড থেকে অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করে। আমরা বুঝি যে জনমত পরিবর্তনশীল, চলমান ঘটনা এবং রাজনৈতিক অভিনেতাদের কার্যকলাপ দ্বারা গঠিত।

ইনোভিশন এই পরিবর্তনশীল মনোভাব ট্র্যাক করতে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে এই সমীক্ষার বেশ কয়েকটি রাউন্ড পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৫-এ পরিচালিত পোলটিকে এই সিরিজের রাউন্ড ১ হিসাবে গণ্য করা হয়। একটি সরাসরি ধারাবাহিকতা হিসাবে, ইনোভিশন পিইপিএস-এর দ্বিতীয় রাউন্ড পরিচালনা করেছে। এই প্রতিবেদনটি সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ পরিচালিত আমাদের দেশব্যাপী সমীক্ষার রাউন্ড ২ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করে। এই যুগান্তকারী সমীক্ষাটি বাংলাদেশের সেরা রাজনৈতিক বিশ্লেষক, পর্যবেক্ষকদের প্রযুক্তিগত সহায়তায় ইনোভিশন দ্বারা ডিজাইন এবং পরিচালিত এবং বাংলাদেশের সেরা পোলস্টারদের দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হয়। পিইপিএস হল পরিবারগুলির উপর একটি জাতীয় স্তরের মুখোমুখি CAPI

OFFICIAL

সমীক্ষা। ১০,৪১৩-নমুনার সমীক্ষাটি পদ্ধতিগত কঠোরতার দিক থেকে বাংলাদেশে বৃহত্তম এবং সবচেয়ে কঠোর। পিইপিএস থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যানালাইটিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (ব্রেইন) এবং ভয়েস ফর রিফর্মের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনে পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় রাউন্ডটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ, নির্বাচন সময়, পরিবেশ, আইন ও শৃঙ্খলা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি প্রত্যাশার উপর মনোযোগ দেয়। এবং দ্বিতীয় অংশটি মানুষের রাজনৈতিক পছন্দের উপর বেশি মনোযোগ দেয়। এই প্রতিবেদনটি প্রথম অংশের ফলাফলগুলির সারাংশ নিয়ে গঠিত। এই দ্বিতীয় রাউন্ডটি প্রথম রাউন্ডের জন্য গৃহীত একই ক্রস-সেকশনাল নকশা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। এইভাবে এই প্রতিবেদনটি জাতির রাজনৈতিক স্পন্দন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার জন্য একটি মূল্যবান তুলনামূলক লেন্স সরবরাহ করে।

১.২. পদ্ধতি

জনগণের নির্বাচন পালস সমীক্ষা (পিইপিএস) রাউন্ড ২ জনমতের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি কঠোর পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। একটি দুই-স্তরীয় স্তরযুক্ত ক্লাস্টার নমুনা নকশা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনসংখ্যা এবং আবাসন শুমারি ২০১১ কে নমুনা কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করে বাস্তবায়িত হয়েছিল, যেহেতু ২০২২ সালের শুমারির সম্পূর্ণ গণনা এলাকা ডেটাবেস এখনও সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ নয়। সমীক্ষাটি বাংলাদেশের আটটি বিভাগের ১০,৪১৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের (১৮+ বছর বয়স) ধারণা ধারণ করেছে, নগর এবং গ্রামীণ এলাকা দ্বারা স্তরবিন্যাস সহ। ১০,০০০-এর প্রাথমিক লক্ষ্য নমুনা এই স্তরগুলির মধ্যে আনুপাতিকভাবে বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রাথমিক নমুনা ইউনিট (পিএসইউ)— যা শহুরে এলাকার জন্য মহল্লা/পাড়া এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য মৌজা/গ্রাম হিসাবে সংজ্ঞায়িত— একটি আকারের সমানুপাতিক সম্ভাব্যতা (পিইএস) পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্বাচিত হয়েছিল। চূড়ান্ত তথ্য সংগ্রহ ৫২১টি পিএসইউ কভার করেছে, প্রতিটি পিএসইউতে আনুমানিক ২০টি সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভোটদানের বয়সের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে, সমীক্ষাটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে পারিবারিক সাক্ষাৎকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত উভয় সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করেছে। মোট ৯,৩৯৮টি সাক্ষাৎকার পরিবারে পরিচালিত হয়েছিল, যখন ১,০১৫টি সাক্ষাৎকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচালিত হয়েছিল। পরিবারগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র উত্তরদাতাদের সমীক্ষা সফটওয়্যারে প্রোগ্রাম করা একটি এলোমেলোকরণ গ্রিড ব্যবহার করে নির্বাচিত করা হয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষার জন্য, শিক্ষার্থীদের সাইটে এলোমেলোভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহ নির্ভুলতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য কোবো টুলবক্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কম্পিউটার-সহায়তা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (CAPI) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল। তথ্য অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য একটি বহু-স্তরীয় গুণমান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়েছিল, যার মধ্যে তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা অন-ফিল্ড চেক, প্রাথমিক মাঠ কাজের সময় সহগামীতা এবং একটি নিবেদিত দল যা সাক্ষাৎকারের অডিও রেকর্ডিং-এর ১০০% চেক করেছে। সমস্ত উত্তরদাতাদের জন্য অবহিত সম্মতি, গোপনীয়তা, এবং স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নৈতিক বিবেচনা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল।

সমীক্ষাটি ১৪ দিন ধরে (২–১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) ১০৮ জন গণনাকারী এবং ১২ জন তত্ত্বাবধায়কের একটি প্রশিক্ষিত দল দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। ডেটা এসপিএসএস এবং স্টাটা ব্যবহার করে পরিষ্কার এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, ফলাফলের মূল জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক চলক দ্বারা পৃথক করা হয়েছিল জাতীয় জনমতে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করতে।

নমুনা পদ্ধতি: দুই-স্তরীয় স্তরযুক্ত ক্লাস্টার নমুনা নকশা।

OFFICIAL

নমুনার আকার: ১০,৪১৩ ভোটার
নমুনা ইউনিট: ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৫২১টি পিএসইউ

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি: কম্পিউটার-সহায়তা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (CAPI)

নমুনা বন্টন
মোট নমুনা নেওয়া পরিবার: ৯,৩৯৮ (বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা)
মোট বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট নমুনা: ১,০১৫
মোট নমুনা: ১০,৪১৩

স্তরবিন্যাস:
গ্রামীণ বনাম নগর: ৬৯.৫% গ্রামীণ, ৩০.৫% নগর
লিঙ্গ: ৫৪.২% পুরুষ, ৪৫.৪% মহিলা, ০.৪% তৃতীয় লিঙ্গ

প্রজন্মের গোষ্ঠী:
৩৭.৬% জেন জি
৩৩.৪% মিলেনিয়ালস
১৯.৮% জেন এক্স
৬.৬%
বুমারস II ১.৮%
বুমারস I* ০.৯% যুদ্ধ-পরবর্তী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ধর্মীয় অধিভুক্তি:
৮৮.১% ইসলাম
১০.২% হিন্দু
১.৪% বুদ্ধ
০.৩% খ্রিস্টান

জাতিগত প্রতিনিধিত্ব:
৯৮.১% বাঙালি
১.৯% অন্যান্য জাতিগত গোষ্ঠী

নমুনাগুলির ভৌগোলিক বন্টন
ঢাকা বিভাগ: ২৫.৬%
চট্টগ্রাম বিভাগ: ২০.৫%
রাজশাহী বিভাগ: ১৩.০%
খুলনা বিভাগ: ১১.২%
রংপুর বিভাগ: ১১.০%
ময়মনসিংহ বিভাগ: ৭.১%
সিলেট বিভাগ: ৬.২%
বরিশাল বিভাগ: ৫.৩

OFFICIAL

৩. ফলাফল

৩.১ প্রশাসনে জনগণের আস্থা

যখন উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ডঃ ইউনূসের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশটি কতটা ভালোভাবে চালাচ্ছে, ৩৯.৫% এটিকে 'ভালো' রেট দিয়েছে, ৩৯.২% 'মধ্যম', এবং ১৭.২% 'খারাপ' বলেছে। পুরো ফল সারণী ১ দেওয়া আছে।

সারণী ১: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মক্ষমতা রেটিং (সামগ্রিক)

প্রতিক্রিয়া	শতাংশ
ভালো	৩৯.৫%
মধ্যম	৩৯.২%
খারাপ	১৭.২%
আমি বলতে পারি না	৪.১%
(n)	১০৪১৩

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কম অনুকূল রেটিং রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের নমুনার মধ্যে, ৫৪.১% সরকারের কর্মক্ষমতাকে মধ্যম হিসাবে রেট দিয়েছে এবং ২৩.৮৮% এটিকে ভালো হিসাবে রেট দিয়েছে যখন পারিবারিক সমীক্ষায়, ৩৭.৬% তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মক্ষমতাকে মধ্যম হিসাবে এবং ৪১.২% এটিকে ভালো হিসাবে রেট দিয়েছে (সারণী ২)।

সারণী ২: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মক্ষমতা রেটিং (উত্তরদাতার প্রকার দ্বারা) |

উত্তরদাতার প্রকার	খারাপ	মধ্যম	ভালো	আমি বলতে পারি না	(n)
পারিবারিক সমীক্ষা	১৭.০%	৩৭.৬%	৪১.২%	৪.২%	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয় / ইনস্টিটিউট সমীক্ষা	১৮.৯%	৫৪.১%	২৩.৮%	৩.২%	১০১৫

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুমোদন রেটিং সাধারণত বয়সের সাথে বৃদ্ধি পায়। জেন জি সর্বনিম্ন 'ভালো' রেটিং দিয়েছে যখন সবচেয়ে বয়স্ক প্রজন্ম সর্বোচ্চ রেটিং দিয়েছে (সারণী ৩)।

সারণী ৩: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মক্ষমতা রেটিং (বয়স গোষ্ঠী দ্বারা) |

বয়স গোষ্ঠী	খারাপ	মধ্যম	ভালো	আমি বলতে পারি না	(N)
জেন জি (১৮-২৮)	১৬.৭%	৪৫.০%	৩৪.৭%	৩.৬%	৩৯১৪
মিলেনিয়াল (২৯-৪৪)	১৭.৬%	৩৬.৮%	৪১.৩%	৪.২%	৩৪৭৫
জেন এক্স (৪৫-৬০)	১৮.০%	৩৪.৮%	৪২.৯%	৪.৩%	২০৫৯
বুমারস ২ (৬১-৭০)	১৬.৮%	৩৪.৫%	৪৪.১%	৪.৭%	৬৮৫
বুমার্স ১ (৭১-৮০)	১৭.৩%	৩১.৯%	৪৭.১%	৩.৭%	১৯১
পোস্ট ওয়ার প্লাস (৮০ +)	৯.০%	৩০.৩%	৫২.৮%	৭.৯%	৮৯

OFFICIAL

ময়মনসিংহ (৫২.৫% ভালো) এবং রাজশাহী (৪৯.০% ভালো) তে ইতিবাচক অনুমোদন রেটিং সর্বোচ্চ। ঢাকা সর্বোচ্চ disapproval (২৪.২% খারাপ) দেখিয়েছে (সারণী ৪)।

সারণী ৪: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মক্ষমতা রেটিং (বিভাগ দ্বারা) |

বিভাগ	খারাপ	মধ্যম	ভালো	আমি বলতে পারি না	(N)
বরিশাল	২০.০%	৪২.৪%	৩৬.২%	১.৪%	৫৫৬
চট্টগ্রাম	১৭.৫%	৪২.৫%	৩৭.০%	২.৯%	২১৩৭
ঢাকা	২৪.২%	৩৯.০%	৩৪.০%	২.৮%	২৬৬১
খুলনা	৪১.১%	৩৫.৪%	১৫.১%	৮.৪%	১১৬৯
ময়মনসিংহ	১৪.৪%	২৭.৫%	৫২.৫%	৫.৭%	৭৪৩
রাজশাহী	১২.০%	৩৬.৩%	৪৯.০%	২.৭%	১৩৫৩ |
রংপুর	১৩.৭%	৩৮.৭%	৪৩.১%	৪.৫%	১১৪৬
সিলেট	৯.১%	৪৩.২%	৪০.৩%	৭.৪%	৬৪৮

শিক্ষার দিক থেকে, একটি স্পষ্ট প্রবণতা আছে: শিক্ষার স্তর যত নিম্ন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুমোদন রেটিং তত ভালো (সারণী ৫)।

সারণী ৫: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মক্ষমতা রেটিং (শিক্ষার স্তর দ্বারা)

শিক্ষার স্তর	খারাপ	মধ্যম	ভালো	আমি বলতে পারি না	(N)
কোনো শিক্ষা নেই বা প্রাক-বিদ্যালয়	১৭.০%	৩০.৭%	৪৬.২%	৬.১%	১৫৩৪
কিছু বিদ্যালয়ে পড়া কিন্তু প্রাথমিক সম্পন্ন করেনি	১৭.১%	৩৫.০%	৪২.৭%	৫.২%	১০২০
প্রাথমিক সম্পন্ন করেছে কিন্তু মাধ্যমিক সম্পন্ন করেনি	১৬.০%	৩৬.২%	৪৩.৮%	৪.০%	৩৩৩৮
মাধ্যমিক	১৬.৯%	৪০.৯%	৩৮.৫%	৩.৬%	১৩৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	১৮.৬%	৪৭.৮%	৩০.৪%	৩.২%	১৮৭৩
বৃত্তিমূলক	২০.০%	৫০.৯%	২৯.১%	০.০%	৫৫
সম্মান	২০.৪%	৪৫.৩%	৩১.২%	৩.০%	৭৯৪
স্নাতক	১৬.৩%	৪৭.৬%	৩৪.২%	১.৯%	৩৭৪

মুসলমানরা "ভালো" বলার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি; হিন্দু/খ্রিস্টানরা "খারাপ"-এর দিকে বেশি ঝোঁকে (সারণী ৬)।

সারণী ৬: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মক্ষমতা রেটিং (ধর্ম দ্বারা)

ধর্ম	খারাপ	মধ্যম	ভালো	আমি বলতে পারি না	(N)

OFFICIAL

ইসলাম	১৬.২%	৩৮.৬%	৪১.৫%	৩.৭%	৯১৭৪
হিন্দু	২৫.৮%	৪১.৮%	২৫.১%	৭.৪%	১০৬০
খ্রিস্টান	২৯.০%	৪১.৯%	২৫.৮%	৩.২%	৩১
বুদ্ধ	১৫.৬%	৫৫.৮%	২৫.৯%	২.৭%	১৪৭

৩.২ একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন সংক্রান্ত জনগণের আস্থা

ভোটদানের বয়সের জনসংখ্যার অধিকাংশই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বর্তমান সরকার একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে সক্ষম হবে কিনা, ৬৯.৯% 'হ্যাঁ' বলেছে, এবং ১৬.৬% 'না' বলেছে (সারণী ৭)।

সারণী ৭: একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করার সরকারের ক্ষমতার উপর আস্থা |

প্রতিক্রিয়া	শতাংশ
হা	৬৯.৯%
না	১৬.৬%
আমি বলতে পারি না/আমি বলতে চাই না	১৩.৫
(n)	১০৪১৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তরদাতারা পারিবারিক উত্তরদাতাদের (১৫.৮% 'না' প্রতিক্রিয়া দিয়েছে) চেয়ে বেশি সন্দিহান (২৪.৪% 'না' প্রতিক্রিয়া দিয়েছে) (সারণী ৮)

সারণী ৮: নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে আস্থা (উত্তরদাতার প্রকার দ্বারা) |

উত্তরদাতার প্রকার	না	হ্যাঁ	আমি বলতে পারি না/আমি বলতে চাই না	(n)
পারিবারিক সমীক্ষা	১৫.৮%	৭০.৮%	১৩.৪%	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয় / ইনস্টিটিউট সমীক্ষা	২৪.৪%	৬১.৪%	১৪.২%	১০১৫

রাজশাহী (৭৬.৯%) এবং রংপুর (৭৩.৭%) বিভাগের ভোটদানের বয়সের জনসংখ্যার উচ্চ শতাংশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ক্ষমতার পক্ষে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। বরিশাল বিভাগে রেটিং সর্বনিম্ন (৬৫.৫%)।

সারণী ৯: নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে আস্থা (বিভাগ দ্বারা)

বিভাগ	না	হ্যাঁ	আমি বলতে পারি না/আমি বলতে চাই না	(n)
বরিশাল	২১.০%	৬৫.৫%	১৩.৫%	৫৫৬
চট্টগ্রাম	১৭.৭%	৬৯.৩%	১৩.০%	২১৩৭
ঢাকা	২১.৩%	৬৬.১%	১২.৭%	২৬৬১
খুলনা	১৪.৩%	৬৬.১%	১৯.৬%	১১৬৯
ময়মনসিংহ	১৪.১%	৭৩.৪%	১২.৫%	৭৪৩

OFFICIAL

রাজশাহী	১৩.৬%	৭৬.৯%	৯.৫%	১৩৫৩
রংপুর	১২.৭%	৭৩.৭%	১৩.৬%	১১৪৬
সিলেট	১০.৩%	৭৩.১%	১৬.৫%	৬৪৮

শিক্ষিত ভোটদানের বয়সের জনসংখ্যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ক্ষমতা সম্পর্কে বেশি সন্দিহান (সারণী ১০)। **সারণী ১০: নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে আস্থা (শিক্ষার স্তর দ্বারা)**

শিক্ষা	না	হ্যাঁ	আমি বলতে পারি না/আমি বলতে চাই না	(n)
কোনো শিক্ষা বা প্রাক-বিদ্যালয়	১৩.৪%	৬৯.৮%	১৬.৮%	১৫৩৪
কিছু বিদ্যালয়ে পড়া কিন্তু প্রাথমিক সম্পন্ন করেনি	১৫.৬%	৬৮.৮%	১৫.৬%	১০২০
প্রাথমিক সম্পন্ন করেছে কিন্তু মাধ্যমিক সম্পন্ন করেনি	১৪.৩%	৭২.৮%	১২.৮%	৩৩৩৮
মাধ্যমিক	১৪.৮%	৭৩.১%	১২.০%	১৩৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	২১.৬%	৬৬.৬%	১১.৮%	১৮৭৩
বৃত্তিমূলক	৭.৩%	৭৮.২%	১৪.৫%	৫৫
সম্মান	২৩.২%	৬২.৭%	১৪.১%	৭৯৪
স্নাতক	২২.২%	৬৫.৮%	১২.০%	৩৭৪

মুসলিম উত্তরদাতারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ক্ষমতার উপর হিন্দু এবং খ্রিস্টান উত্তরদাতাদের চেয়ে বেশি আস্থা দেখিয়েছে (সারণী ১১)।

সারণী ১১: নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে আস্থা (ধর্ম দ্বারা)

ধর্ম	না	হ্যাঁ	আমি বলতে পারি না/আমি বলতে চাই না	(N)
ইসলাম	১৬.১%	৭১.২%	১২.৬%	৯১৭৪
হিন্দু	১৯.৫%	৫৯.৪%	২১.০%	১০৬০
খ্রিস্টান	২৫.৮%	৫৪.৮%	১৯.৪%	৩১
বুদ্ধ	২২.৪%	৬৭.৩%	১০.২%	১৪৭

৩.৩ নির্বাচনের সময় পুলিশ ও প্রশাসনের অনুভূত নিরপেক্ষতা

যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে পুলিশ এবং প্রশাসন তাদের দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করবে কিনা, ৬৮.২% 'হ্যাঁ' বলেছে এবং ২০.৬% 'না' বলেছে (সারণী ১২)।

সারণী ১২: পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুভূত নিরপেক্ষতা

উত্তর	শতাংশ
হ্যাঁ	৬৮.২%
না	২০.৬%
বলতে পারছি না/বলতে চাই না	১১.২২%

OFFICIAL

(n)	১০৪১৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তরদাতারা নির্বাচনের সময় পুলিশ এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে পারিবারিক উত্তরদাতাদের চেয়ে বেশি সন্দিহান (সারণী ১৩)।

সারণী ১৩: পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুভূত নিরপেক্ষতা (উত্তরদাতার প্রকার দ্বারা)

উত্তরদাতার ধরন	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
ঘরভিত্তিক জরিপ	১৮.৪%	৭০.৭%	১০.৯%	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান জরিপ	৪১.০%	৪৫.৮%	১৩.১%	১০১৫

পুরুষ উত্তরদাতারা (২৩.৭% না) নির্বাচনের সময় পুলিশ এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে মহিলা উত্তরদাতাদের (১৬.৭% না) চেয়ে বেশি সন্দিহান (সারণী ১৪)।

সারণী ১৪: পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুভূত নিরপেক্ষতা (লিঙ্গ দ্বারা)

লিঙ্গ	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
পুরুষ	২৩.৭%	৬৫.২%	১১.১%	৫৬৩৯
নারী	১৬.৭%	৭২.০%	১১.৩%	৪৭২৯
তৃতীয় লিঙ্গ	৩৭.৮%	৫৫.৬%	৬.৬%	৪৫

শহুরে এলাকার উত্তরদাতারা নির্বাচনের সময় পুলিশ এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে গ্রামীণ এলাকার উত্তরদাতাদের চেয়ে বেশি সন্দিহান (সারণী ১৫)।

সারণী ১৫: পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুভূত নিরপেক্ষতা (ভৌগোলিক এলাকা দ্বারা) |

এলাকা	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
শহর	২৬.৮%	৬১.২%	১১.৯%	৩১৭৭
গ্রাম	১৭.৯%	৭১.৩%	১০.৮%	৭২৩৬

পুলিশ এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ধারণা উত্তরদাতাদের বয়সের সাথে উন্নত হতে থাকে (জেন জি ৬৪.৫%; মিলেনিয়ালস ৬৯.৪%, জেন এক্স ৭০.৪%, বুমারস II ৭৪.৩%) (সারণী ১৬)।

সারণী ১৬: পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুভূত নিরপেক্ষতা (বয়স গোষ্ঠী দ্বারা) |

বয়স গ্রুপ	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
জেন জি (১৮-২৮)	২৪.০%	৬৪.৫%	১১.৫%	৩৯১৪
মিলেনিয়াল (২৯-৪৪)	১৯.৭%	৬৯.৪%	১০.৯%	৩৪৭৫
জেন এক্স (৪৫-৬০)	১৮.২%	৭০.৪%	১১.৪%	২০৫৯
বুমারস ২ (৬১-৭০)	১৫.৫%	৭৪.৩%	১০.২%	৬৮৫
বুমার্স ১ (৭১-৮০)	১৫.৭%	৭৩.৮%	১০.৫%	১৯১

OFFICIAL

বয়স গ্রুপ	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
পোস্ট ওয়ার প্লাস (৮০ +)	১০.১%	৭৯.৮%	১০.১%	৮৯

পুলিশ এবং প্রশাসনের তাদের দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করা সম্পর্কে ধারণা ময়মনসিংহে (৭৯.০%), রংপুরে (৭৭.১%), রাজশাহীতে (৭৫.৯%) সর্বোচ্চ; চট্টগ্রামে (৬১.২%) এবং সিলেটে (৬২.০%) কম (সারণী ১৭)।

সারণী ১৭: পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুভূত নিরপেক্ষতা (বিভাগ দ্বারা)

বিভাগ	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
বরিশাল	২৬.৪%	৬৫.১%	৮.৪%	৫৫৬
চট্টগ্রাম	২৪.৯%	৬১.২%	১৩.৯%	২১৩৭
ঢাকা	২৪.৪%	৬৫.৭%	৯.৯%	২৬৬১
খুলনা	১৬.৫%	৬৭.৬%	১৫.৯%	১১৬৯
ময়মনসিংহ	১৫.১%	৭৯.০%	৫.৯%	৭৪৩
রাজশাহী	১৬.২%	৭৫.৯%	৭.৯%	১৩৫৩
রংপুর	১২.৭%	৭৭.১%	১০.২%	১১৪৬
সিলেট	২২.৮%	৬২.০%	১৫.১%	৬৪৮

পুলিশ এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ শিক্ষার সাথে বৃদ্ধি পায়। স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্যে ৩২.৫% 'না' বলেছে, যেখানে কোনো শিক্ষা নেই এমনদের মধ্যে ১৩.৩% (সারণী ১৮)।

সারণী ১৮: পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুভূত নিরপেক্ষতা (শিক্ষার স্তর দ্বারা)

শিক্ষা স্তর	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
শিক্ষা নেই বা প্রাক-প্রাথমিক	১৩.৩%	৭৭.৪%	৯.২%	১৫৩৪
কিছু পড়াশোনা, প্রাথমিক সম্পূর্ণ নয়	১৮.১%	৬৯.২%	১২.৬%	১০২০
প্রাথমিক সম্পূর্ণ, মাধ্যমিক সম্পূর্ণ নয়	১৭.১%	৭২.৫%	১০.৫%	৩৩৮৩
মাধ্যমিক	১৮.১%	৭০.৫%	১১.৪%	১৩৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	৩০.১%	৫৮.০%	১১.৯%	১৮৭৩
ভোকেশনাল	১২.৭%	৬৯.১%	১৮.১%	৫৫
সম্মান	৩২.৫%	৫৩.৯%	১৩.৬%	৭৯৪
স্নাতক	২৬.৭%	৬২.৮%	১০.৫%	৩৭৪

৩.৪ ভোটার নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা

নিরাপদে ও ভয় ছাড়া ভোট দেওয়ার ক্ষমতা উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে লোকেরা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিরাপদে এবং ভয় ছাড়া তাদের ভোট দিতে সক্ষম হবে কিনা। ৭৭.৫% 'হ্যাঁ' প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, যখন ১২.৯% 'না' প্রতিক্রিয়া দিয়েছে (সারণী ১৯)।

OFFICIAL

সারণী ১৯: একটি নিরাপদ এবং নির্ভয় ভোটদানের পরিবেশের প্রত্যাশা

প্রতিক্রিয়া	শতাংশ
হ্যাঁ	৭৭.৫%
না	১২.৯%
বলতে পারছি না/বলতে চাই না	৯.৬%
(n)	১০৪১৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তরদাতারা কম আত্মবিশ্বাসী, যেখানে ২৪.১% 'না' বলছে, পারিবারিক উত্তরদাতাদের ১১.৭%-এর তুলনায় (সারণী ২০)

সারণী ২০: নিরাপদ ভোটদানের পরিবেশের উপর ধারণা (উত্তরদাতার প্রকার দ্বারা)

উত্তরদাতার ধরন	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
ঘরভিত্তিক জরিপ	১১.৭%	৭৯.০%	৯.৪%	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান জরিপ	২৪.১%	৬৩.৭%	১২.১%	১০১৫

শহুরে উত্তরদাতারা গ্রামীণ উত্তরদাতাদের (১১.১% না) চেয়ে বেশি উদ্বেগ (১৭.০% না) প্রকাশ করেছে।

সারণী ২১: নিরাপদ ভোটদানের পরিবেশের উপর ধারণা (ভৌগোলিক এলাকা দ্বারা)

এলাকা	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
শহর	১৭.০%	৭৩.২%	৯.৮%	৩১৭৭
গ্রাম	১১.১%	৭৯.৪%	৯.৫%	৭২৩৬

জেন জি নিরাপত্তার বিষয়ে কম আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছে, যেখানে উত্তরদাতাদের বয়সের সাথে আত্মবিশ্বাস সাধারণত বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী ২২)।

সারণী ২২: নিরাপদ ভোটদানের পরিবেশের উপর ধারণা (বয়স গোষ্ঠী দ্বারা)

বয়স গ্রুপ	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
জেন জি (১৮-২৮)	১৬.০%	৭৩.৯%	১০.০%	৩৯১৪
মিলেনিয়াল (২৯-৪৪)	১১.৪%	৭৮.৪%	১০.২%	৩৪৭৫
জেন এক্স (৪৫-৬০)	১১.২%	৮০.২%	৮.৬%	২০৫৯
বুমারস ২ (৬১-৭০)	৯.১%	৮২.৮%	৮.২%	৬৮৫
বুমার্স ১ (৭১-৮০)	১১.৫%	৮১.৭%	৬.৮%	১৯১
পোস্ট ওয়ার প্লাস (৮০ +)	৪.৫%	৮৭.৬%	৭.৯%	৮৯

বরিশালের উত্তরদাতাদের আরও হতাশাবাদী বলে পাওয়া গেছে যখন রংপুর এবং রাজশাহী নিরাপদ ভোটদানের পরিবেশে আরও আশাবাদী ছিল (সারণী ২৩)।

OFFICIAL

সারণী ২৩: নিরাপদ ভোটদানের পরিবেশের প্রত্যাশা (বিভাগ দ্বারা)

বিভাগ	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
বরিশাল	২১.৬%	৭০.৩%	৮.১%	৫৫৬
চট্টগ্রাম	১৫.৬%	৭২.০%	১২.৪%	২১৩৭
ঢাকা	১৪.৫%	৭৭.৭%	৭.৮%	২৬৬১
খুলনা	১১.৪%	৭৩.৮%	১৪.৮%	১১৬৯
ময়মনসিংহ	১১.০%	৮১.৬%	৭.৪%	৭৪৩
রাজশাহী	১১.৫%	৮৩.১%	৫.৪%	১৩৫৩
রংপুর	৫.৯%	৮৫.৭%	৮.৪%	১১৪৬
সিলেট	৯.৭%	৭৬.৭%	১৩.৬%	৬৪৮

ভোটদানের নিরাপত্তা সম্পর্কিত উদ্বেগ শিক্ষার স্তরের সাথে তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। কোনো শিক্ষা নেই এমনদের মধ্যে মাত্র ৭.২% 'না' বলেছে, যেখানে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্যে ২০.৭%-এর তুলনায় (সারণী ২৪)।

সারণী ২৪: নিরাপদ ভোটদানের পরিবেশের প্রত্যাশা (শিক্ষার স্তর দ্বারা)

শিক্ষা স্তর	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
শিক্ষা নেই বা প্রাক-প্রাথমিক	৭.২%	৮৫.১%	৭.৮%	১৫৩৪
কিছু পড়াশোনা, প্রাথমিক সম্পূর্ণ নয়	৯.১%	৭৯.৮%	১১.১%	১০২০
প্রাথমিক সম্পূর্ণ, মাধ্যমিক সম্পূর্ণ নয়	১০.৪%	৮১.১%	৮.৫%	৩৩৮৩
মাধ্যমিক	১২.৭%	৭৭.৯%	৯.৪%	১৩৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	২০.০%	৬৮.৭%	১১.৩%	১৮৭৩
ভোকেশনাল	৩.৬%	৭৮.২%	১৮.২%	৫৫
সম্মান	২০.৭%	৬৭.৬%	১১.৭%	৭৯৪
স্নাতক	১৯.০%	৭১.১%	৯.৯%	৩৭৪

৩.৫ ভোটার নিরাপত্তা ও ঝুঁকি: নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা সহিংসতার সম্ভাবনা

সমীক্ষাটি উত্তরদাতার এলাকায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বা সহিংসতার অনুভূত সম্ভাবনা মূল্যায়ন করেছে। সামগ্রিকভাবে, ৩৮.৪% অনুভব করেছে যে 'একেবারেই হবে না', যখন ১৪.২% সম্ভাবনাটিকে 'উচ্চ' এবং ১৯.৭% এটিকে 'মধ্যম' বলে অনুভব করেছে (সারণী ২৫)।

সারণী ২৫: নির্বাচনের সময় সংঘর্ষ বা সহিংসতার অনুভূত সম্ভাবনা

প্রতিক্রিয়া	শতাংশ
একেবারেই হবে না	৩৮.৪%
কম সম্ভাবনা	২১.৩%
মাঝারি সম্ভাবনা	১৯.৭%
উচ্চ সম্ভাবনা	১৪.২%

OFFICIAL

প্রতিক্রিয়া	শতাংশ
বলতে পারছি না/বলতে চাই না	৬.৪%
(n)	১০৪১৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তরদাতারা নির্বাচনের সময় সংঘর্ষ বা সহিংসতার উচ্চতর ঘটনা প্রত্যাশা করছে। শিক্ষার্থীরা 'একেবারেই হবে না'-এর সম্ভাবনা মাত্র ১৬.৮% হিসাবে ধারণা করে, যখন এই হার পারিবারিক উত্তরদাতাদের জন্য ৪০.৭% (সারণী ২৬)।

সারণী ২৬: সংঘর্ষ বা সহিংসতার সম্ভাবনা (উত্তরদাতার প্রকার দ্বারা)

উত্তরদাতার ধরন	উচ্চ	মাঝারি	কম	একেবারেই হবে না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
ঘরভিত্তিক জরিপ	১৩.০%	১৮.৫%	২১.৫%	৪০.৭%	৬.৪%	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান জরিপ	২৫.৬%	৩১.২%	১৯.৫%	১৬.৮%	৬.৮%	১০১৫

জেন জি সর্বোচ্চ ঝুঁকি ধারণা করে। এবং বয়সের সাথে সংঘর্ষের ধারণা হ্রাস পায় (সারণী ২৭)।

সারণী ২৭: সংঘর্ষ বা সহিংসতার সম্ভাবনা (বয়স গোষ্ঠী দ্বারা)

বয়স গ্রুপ	উচ্চ	মাঝারি	কম	একেবারেই হবে না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
জেন জি (১৮-২৮)	১৭.৫%	২৩.৮%	২১.৯%	৩০.০%	৬.৮%	৩৯১৪
মিলেনিয়াল (২৯-৪৪)	১৩.৮%	১৯.৩%	২১.৩%	৩৯.৭%	৫.৯%	৩৪৭৫
জেন এক্স (৪৫-৬০)	১১.৩%	১৬.০%	২০.৭%	৪৪.৯%	৭.০%	২০৫৯
বুমারস ২ (৬১-৭০)	৯.১%	১০.৮%	১৯.৯%	৫৫.৫%	৪.৮%	৬৮৫
বুমার্স ১ (৭১-৮০)	৮.৯%	১৭.৩%	১৯.৯%	৪৮.২%	৫.৮%	১৯১
পোস্ট ওয়ার প্লাস (৮০ +)	৪.৫%	১২.৪%	২৫.৮%	৫০.৬%	৬.৭%	৮৯

সংঘর্ষ বা সহিংসতার "উচ্চ" অনুভূত সম্ভাবনা চট্টগ্রামে (২১.৪%) এবং বরিশালে (১৯.৬%) তুলনামূলকভাবে বেশি; যখন "একেবারেই হবে না" ময়মনসিংহে সর্বোচ্চ (৫৩.৬%) (সারণী ২৮)। সংঘর্ষের ঝুঁকির ধারণা শিক্ষার সাথে বৃদ্ধি পায় (সারণী ২৯)।

সারণী ২৮: সংঘর্ষ বা সহিংসতার সম্ভাবনা (বিভাগ দ্বারা)

বিভাগ	উচ্চ	মাঝারি	কম	একেবারেই হবে না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
বরিশাল	১৯.৬%	৩১.১%	২১.৮%	২০.৯%	৬.৭%	৫৫৬
চট্টগ্রাম	২১.৪%	২৬.০%	১৮.৪%	২৬.৮%	৭.৩%	২১৩৭
ঢাকা	১৬.১%	১৯.১%	২২.৭%	৩৭.২%	৫.০%	২৬৬১
খুলনা	১০.৪%	১৭.৫%	২৪.৬%	৪২.১%	৫.৫%	১১৬৯
ময়মনসিংহ	৭.৯%	১৮.৩%	১৩.১%	৫৩.৬%	৭.১%	৭৪৩
রাজশাহী	১১.২%	১২.৬%	২৪.৬%	৪৬.৭%	৫.০%	১৩৫৩
রংপুর	৭.৯%	১৪.১%	২৪.৪%	৪৯.০%	৪.৫%	১১৪৬
সিলেট	৯.৬%	২২.১%	১৫.৪%	৩৬.৭%	১৬.২%	৬৪৮

OFFICIAL

সারণী ২৯: সংঘর্ষ বা সহিংসতার সম্ভাবনা (শিক্ষার স্তর দ্বারা)

শিক্ষা স্তর	উচ্চ	মাঝারি	কম	একেবারেই হবে না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
শিক্ষা নেই বা প্রাক-প্রাথমিক	৯.২%	১২.৫%	১৮.৬%	৫২.২%	৭.৫%	১৫৩৪
কিছু পড়াশোনা, প্রাথমিক সম্পূর্ণ নয়	১২.৬%	১৬.৬%	২৩.৭%	৪০.১%	৭.০%	১০২০
প্রাথমিক সম্পূর্ণ, মাধ্যমিক সম্পূর্ণ নয়	১২.৩%	১৭.১%	২২.১%	৪২.৭%	৫.৮%	৩৩৮৩
মাধ্যমিক	১২.৮%	২১.০%	২২.৪%	৩৮.৬%	৫.২%	১৩৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	১৯.৪%	২৫.৪%	২১.১%	২৭.৭%	৬.৫%	১৮৭৩
ভোকেশনাল	১৬.৪%	৩৪.৫%	১৬.৪%	২৭.৩%	৫.৫%	৫৫
সম্মান	২১.৭%	২৭.৬%	১৯.৫%	২৪.৩%	৬.৯%	৭৯৪
স্নাতক	১৯.৫%	২৯.৪%	১৯.৮%	২২.৫%	৮.৮%	৩৭৪

৩.৬ বর্তমান আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

চাঁদাবাজির স্তর আমাদের সমীক্ষা গত ৬ মাসে চাঁদাবাজির পরিস্থিতি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেছে। একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬.৬%) অনুভব করেছে যে এটি 'বৃদ্ধি পেয়েছে', যখন ২২.০% অনুভব করেছে যে এটি 'হ্রাস পেয়েছে' (সারণী ৩০)।

সারণী ৩০: গত ৬ মাসে চাঁদাবাজি পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা

প্রতিক্রিয়া	শতাংশ
বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৬.৬%
হ্রাস পেয়েছে	২২.০%
একই রকম আছে	১১.৫%
বলতে পারছি না	১০.০%
(n)	১০৪১৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তরদাতারা পারিবারিক উত্তরদাতাদের (৫৫.৫%) চেয়ে বেশি (৬৬.৫%) চাঁদাবাজি "বৃদ্ধি পেয়েছে" বলে জানিয়েছে (সারণী ৩১)।

সারণী ৩১: চাঁদাবাজির পরিস্থিতি (উত্তরদাতার প্রকার দ্বারা)

উত্তরদাতার ধরন	বৃদ্ধি পেয়েছে	হ্রাস পেয়েছে	একই রকম আছে	বলতে পারছি না	(n)
ঘরভিত্তিক জরিপ	৫৫.৫%	২৩.০%	১১.২%	১০.৩%	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান জরিপ	৬৬.৫%	১২.৭%	১৪.০%	৬.৮%	১০১৫

গ্রামীণ উত্তরদাতাদের (৫৪.৪%) চেয়ে শহুরে উত্তরদাতাদের উচ্চতর অনুপাত (৬১.৬%) চাঁদাবাজির বৃদ্ধি রিপোর্ট করেছে (সারণী ৩২)।

OFFICIAL

সারণী ৩২: চাঁদাবাজি পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা (গ্রামীণ বনাম নগর)

এলাকা	বৃদ্ধি পেয়েছে	হ্রাস পেয়েছে	একই রকম আছে	বলতে পারছি না	(n)
শহর	৬১.৬%	১৭.১%	১২.৮%	৮.৫%	৩১৭৭
গ্রাম	৫৪.৪%	২৪.১%	১০.৯%	১০.৬%	৭২৩৬

তরুণ প্রজন্ম চাঁদাবাজির পরিস্থিতিকে বয়স্ক প্রজন্মের চেয়ে বেশি খারাপ হিসাবে ধারণা করে (সারণী ৩৩)।

সারণী ৩৩: চাঁদাবাজির পরিস্থিতি (বয়স গোষ্ঠী দ্বারা)

বয়স গ্রুপ	বৃদ্ধি পেয়েছে	হ্রাস পেয়েছে	একই রকম আছে	বলতে পারছি না	(n)
জেন জি (১৮-২৮)	৬২.৩%	১৭.৬%	১১.৬%	৮.৬%	৩৯১৪
মিলেনিয়াল (২৯-৪৪)	৫৬.৪%	২২.১%	১১.৫%	৯.৯%	৩৪৭৫
জেন এক্স (৪৫-৬০)	৫১.১%	২৬.১%	১১.৫%	১১.৩%	২০৫৯
বুমারস ২ (৬১-৭০)	৪৬.১%	৩১.২%	১০.৯%	১১.৭%	৬৮৫
বুমার্স ১ (৭১-৮০)	৫১.৩%	২৬.৭%	৭.৯%	১৪.১%	১৯১
পোস্ট ওয়ার প্লাস (৮০ +)	৩২.৬%	৩০.৩%	১৩.৫%	২৩.৬%	৮৯

"বৃদ্ধি পেয়েছে" চাঁদাবাজি সম্পর্কে ধারণা বরিশালে (৬২.৬%), ঢাকায় (৬২.৫%), চট্টগ্রামে (৫৯.১%) সর্বোচ্চ; সিলেটে (৪৮.৩%) এবং রংপুরে (৪৯.১%) কম। "হ্রাস পেয়েছে" রাজশাহীতে সর্বোচ্চ (৩৩.৩%) (সারণী ৩৪)।

সারণী ৩৪: চাঁদাবাজির পরিস্থিতি (বিভাগ দ্বারা)

বিভাগ	বৃদ্ধি পেয়েছে	হ্রাস পেয়েছে	একই রকম আছে	বলতে পারছি না	(n)
বরিশাল	৬২.৬%	২১.৬%	৮.১%	৭.৭%	৫৫৬
চট্টগ্রাম	৫৯.১%	১৭.৯%	১৪.০%	৯.০%	২১৩৭
ঢাকা	৬২.৫%	১৮.৬%	১১.৩%	৭.৭%	২৬৬১
খুলনা	৫৯.৪%	১৯.৮%	১০.০%	১০.৮%	১১৬৯
ময়মনসিংহ	৫১.৭%	২৬.১%	৮.১%	১৪.১%	৭৪৩
রাজশাহী	৪৯.৪%	৩৩.৩%	৮.৫%	৮.৯%	১৩৫৩
রংপুর	৪৯.১%	২৪.৯%	১১.৮%	১৪.২%	১১৪৬
সিলেট	৪৮.৩%	১৯.৬%	১৮.৮%	১৩.৩%	৬৪৮

উত্তরদাতাদের শিক্ষার স্তরের সাথে চাঁদাবাজি বৃদ্ধি পেয়েছে এমন ধারণা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কোনো শিক্ষা নেই এমনদের ৪৬.২% বলেছে এটি বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ৬৫.৫%-এর তুলনায় (সারণী ৩৫)। একইভাবে, আয় যত বেশি, উত্তরদাতাদের চাঁদাবাজি বৃদ্ধি পেয়েছে বলার সম্ভাবনা তত বেশি (সারণী ৩৬)।

OFFICIAL

সারণী ৩৫: চাঁদাবাজির পরিস্থিতি (শিক্ষার স্তর দ্বারা)

শিক্ষা স্তর	বৃদ্ধি পেয়েছে	হ্রাস পেয়েছে	একই রকম আছে	বলতে পারছি না	(n)
শিক্ষা নেই বা প্রাক-প্রাথমিক	৪৬.২%	২৮.১%	৯.৯%	১৫.৮%	১৫৩৪
কিছু পড়াশোনা, প্রাথমিক সম্পূর্ণ নয়	৫০.৯%	২৭.৪%	১০.৫%	১১.৩%	১০২০
প্রাথমিক সম্পূর্ণ, মাধ্যমিক সম্পূর্ণ নয়	৫৪.৭%	২৩.৮%	১০.৭%	১০.৮%	৩৩৮৩
মাধ্যমিক	৫৮.৬%	২১.২%	১২.১%	৮.১%	১৩৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	৬৫.৩%	১৫.১%	১২.৮%	৬.৮%	১৮৭৩
ভোকেশনাল	৬৫.৫%	২০.০%	১০.৯%	৩.৬%	৫৫
সম্মান	৬৩.৫%	১৬.৮%	১৩.৫%	৬.৩%	৭৯৪
স্নাতক	৬৫.৫%	১৪.৪%	১৩.৯%	৬.১%	৩৭৪

সারণী ৩৬: চাঁদাবাজির পরিস্থিতি (আয় সীমা দ্বারা)

পারিবারিক আয়ের পরিসর (মাসিক)	বৃদ্ধি পেয়েছে	হ্রাস পেয়েছে	একই রকম আছে	বলতে পারছি না	(n)
অনূর্ধ্ব ১২০০০	৫০.৩%	২৩.৫%	১১.১%	১৫.১%	২৩৭৯
১২০০০ থেকে ২০০০০	৫৫.৬%	২৩.৭%	১০.৮%	৯.৮%	৩৬১৯
২০০০০ থেকে ৩০০০০	৫৭.৬%	২২.৫%	১১.৬%	৮.৩%	১৭৯৭
৩০০০০ ঊর্ধ্বে	৬০.৮%	২১.০%	১১.৫%	৬.৭%	১৬০৩

৩.৭ আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি: চাঁদাবাজি সংক্রান্ত তথ্যের উৎস

যারা চাঁদাবাজির উপর একটি ধারণা প্রদান করেছে (১০৪১৩) তাদের মধ্যে, তথ্যের প্রাথমিক উৎস ছিল সামাজিক মাধ্যম (৪১.১%), তারপরে বেসরকারি টিভি চ্যানেল (২০.০%) এবং বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা (১৯.৯%) (n=৯৩৭৩) (সারণী ৩৭)।

সারণী ৩৭: চাঁদাবাজি সংক্রান্ত তথ্যের উৎস

উৎস	শতাংশ
সামাজিক মাধ্যম	৪১.১%
বেসরকারি টিভি চ্যানেল	২০.০%
বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা	১৯.৯%
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	১৩.৪%
সংবাদপত্র	৪.১%
বলতে চাই না	১.২%
অন্যান্য	০.৪%
(n)	৯৩৭৩

OFFICIAL

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তরদাতারা উৎস হিসাবে সামাজিক মাধ্যমের উপর overwhelmingly নির্ভর করে (৬৩.৬%)। পারিবারিক উত্তরদাতাদের আরও বৈচিত্র্যময় উৎস আছে, যার মধ্যে সামাজিক মাধ্যম (৩৮.৫%), টিভি (২১.০%), এবং বন্ধু/আত্মীয়রা (২১.৪%) অন্তর্ভুক্ত (সারণী ৩৮)।

সারণী ৩৮: চাঁদাবাজি সংক্রান্ত তথ্যের উৎস (উত্তরদাতার প্রকার দ্বারা)

উত্তরদাতার ধরন	সংবাদপত্র	সামাজিক মাধ্যম	ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	বেসরকারি টিভি	বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা	বলতে চাই না	অন্যান্য	(n)
ঘরভিত্তিক জরিপ	৩.৭%	৩৮.৫%	১৩.৬%	২১.০%	২১.৪%	১.৩%	০.৪%	৮৪২৭
বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান জরিপ	৭.১%	৬৩.৬%	১১.৬%	১০.৬%	৫.৯%	০.৭%	০.৪%	৯৪৬

শহুরে এলাকার উত্তরদাতারা গ্রামীণ এলাকার উত্তরদাতাদের চেয়ে বেশি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে। এটি দেখতে আকর্ষণীয় যে চাঁদাবাজির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শহুরে এলাকায় বেশি (সারণী ৩৯)।

সারণী ৩৯: চাঁদাবাজি সংক্রান্ত তথ্যের উৎস (ভৌগোলিক এলাকা দ্বারা)

এলাকা	সংবাদপত্র	সামাজিক মাধ্যম	ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	বেসরকারি টিভি	বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা	বলতে চাই না	অন্যান্য	(n)
শহর	৫.০%	৪৬.২%	১৬.৪%	১৭.০%	১৪.১%	০.৯%	০.৪%	২৯০৬
গ্রাম	৩.৬%	৩৮.৮%	১২.১%	২১.৩%	২২.৫%	১.৪%	০.৪%	৬৪৬৭

উৎস হিসাবে সামাজিক মাধ্যম সম্পর্কিত একটি প্রজন্মের ব্যবধান রয়েছে। জেন জি-এর ৫৫.৯% সামাজিক মাধ্যমকে তাদের উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে। এই নির্ভরতা বয়সের সাথে তীব্রভাবে হ্রাস পায় (যেমন, বুমারস II-তে ১৫.৭%); বয়স্ক প্রজন্ম বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতার উপর বেশি নির্ভর করে (সারণী ৪০)।

সারণী ৪০: চাঁদাবাজি সংক্রান্ত তথ্যের উৎস (বয়স গোষ্ঠী দ্বারা)

বয়স গ্রুপ	সংবাদপত্র	সামাজিক মাধ্যম	ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	বেসরকারি টিভি	বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা	বলতে চাই না	অন্যান্য	(n)
জেন জি (১৮-২৮)	৪.৭%	৫৫.৯%	১১.৭%	১৪.১%	১২.৩%	০.৯%	০.৩%	৩৫৭৯
মিলেনিয়াল (২৯-৪৪)	৩.৪%	৩৮.৯%	১৪.০%	২১.০%	২১.০%	১.৪%	০.৩%	৩১৩০
জেন এক্স (৪৫-৬০)	৩.৭%	২৭.৪%	১৪.২%	২৬.৩%	২৬.৫%	১.৪%	০.৪%	১৮২৭
বুমারস ২ (৬১-৭০)	৪.৩%	১৫.৭%	১৭.৭%	২৮.৯%	৩০.৯%	১.৭%	০.৮%	৬০৫
বুমার্স ১ (৭১-৮০)	৫.৫%	১৪.০%	১৪.৬%	২৫.৬%	৩৭.৮%	০.৬%	১.৮%	১৬৪

OFFICIAL

বয়স গ্রুপ	সংবাদপত্র	সামাজিক মাধ্যম	ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	বেসরকারি টিভি	বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা	বলতে চাই না	অন্যান্য	(n)
পোস্ট ওয়ার প্লাস (৮০ +)	১.৫%	১৩.২%	১৩.২%	২০.৬%	৪৮.৫%	১.৫%	১.৫%	৬৮

চাঁদাবাজি সম্পর্কিত তথ্যের উৎস হিসাবে সামাজিক মাধ্যম সিলেট (৫৪.৩%) এবং চট্টগ্রামে (৪৫.৪%) বেশি; চাঁদাবাজির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বরিশাল (২২.০%) এবং ঢাকাতে (১৭.৮%) উল্লেখযোগ্য (সারণী ৪১)।

সারণী ৪১: চাঁদাবাজি সংক্রান্ত তথ্যের উৎস (বিভাগ দ্বারা)

বিভাগ	সংবাদপত্র	সামাজিক মাধ্যম	ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	বেসরকারি টিভি	বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা	বলতে চাই না	অন্যান্য	(n)
বরিশাল	২.৩%	২৭.৩%	২২.০%	১৬.২%	৩২.২%	০.০%	০.০%	৫১৩
চট্টগ্রাম	৬.৪%	৪৫.৪%	১০.৯%	১৮.৮%	১৬.৩%	২.০%	০.২%	১৯৪৪
ঢাকা	৪.২%	৪৩.৯%	১৭.৮%	১৮.৩%	১৪.৯%	০.৬%	০.২%	২৪৫৭
খুলনা	২.১%	৪০.২%	৭.৫%	১৮.৭%	২৮.৬%	১.২%	১.৮%	১০৪৩
ময়মনসিংহ	২.৫%	৪২.৫%	৪.৭%	২৩.৭%	২৫.২%	১.১%	০.৩%	৬৩৮
রাজশাহী	২.৮%	৩০.৫%	১৯.০%	২৪.২%	২২.৩%	১.১%	০.১%	১২৩৩
রংপুর	৩.৭%	৩৮.৩%	১২.৭%	২২.৭%	২১.১%	১.৫%	০.১%	৯৮৩
সিলেট	৫.৩%	৫৪.৩%	৫.২%	১৮.৯%	১২.৮%	২.৫%	১.১%	৫৬২

শিক্ষার স্তর বৃদ্ধির সাথে, চাঁদাবাজি সম্পর্কিত তথ্যের প্রকাশের উৎস হিসাবে সামাজিক মাধ্যম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় (সারণী ৪২)।

সারণী ৪২: চাঁদাবাজি সংক্রান্ত তথ্যের উৎস (শিক্ষার স্তর দ্বারা)

শিক্ষা স্তর	সংবাদপত্র	সামাজিক মাধ্যম	ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	বেসরকারি টিভি	বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা	বলতে চাই না	অন্যান্য	(n)
শিক্ষা নেই বা প্রাক-প্রাথমিক	২.২%	১৬.৩%	১৬.৬%	২৭.৯%	৩৪.৫%	২.২%	০.৩%	১২৯১
কিছু পড়াশোনা, প্রাথমিক সম্পূর্ণ নয়	২.২%	২৪.৯%	১৫.৪%	২৪.৩%	৩০.৪%	২.১%	০.৮%	৯০৫
প্রাথমিক সম্পূর্ণ, মাধ্যমিক সম্পূর্ণ নয়	২.৯%	৩৭.৪%	১৩.৫%	২০.১%	২৪.৪%	১.১%	০.৬%	৩০১৬
মাধ্যমিক	৫.২%	৪৬.১%	১২.৮%	১৯.৯%	১৪.৮%	১.০%	০.২%	১২৬৬
উচ্চ মাধ্যমিক	৫.৫%	৫৮.৭%	১১.৯%	১৫.০%	৭.৯%	০.৭%	০.৩%	১৭৪৫
ভোকেশনাল	১.৯%	৫৬.৬%	১৫.১%	১৮.৯%	৭.৫%	০.০%	০.০%	৫৩

OFFICIAL

শিক্ষা স্তর	সংবাদপত্র	সামাজিক মাধ্যম	ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	বেসরকারি টিভি	বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা	বলতে চাই না	অন্যান্য	(n)
সম্মান	৭.৫%	৬০.৩%	১০.৫%	১৩.৬%	৭.৩%	০.৭%	০.১%	৭৪৪
স্নাতক	৭.১%	৫৬.৭%	১১.৭%	১৭.৪%	৬.৬%	০.৬%	০.০%	৩৫১

৩.৮ নির্বাচন সময় এবং ভোটদানের অভিপ্রায়

নির্বাচন সময়ের উপর মতামত সমীক্ষার উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সরকারের দ্বারা ঘোষিত ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত কিনা, একটি overwhelming সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৬.৫%) সম্মত হয়েছে, যখন ৯.৫% অসম্মত হয়েছে (সারণী ৪৩)।

সারণী ৪৩: ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার উপর মতামত

প্রতিক্রিয়া	শতাংশ
হ্যাঁ	৮৬.৫%
না	৯.৫%
বলতে পারছি না/বলতে চাই না	৪.০%
(n)	১০৪১৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তরদাতারা ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে কম অনুকূলে (৭৪.৯%) পারিবারিক উত্তরদাতাদের (৮৭.৭%) তুলনায় (সারণী ৪৪)।

সারণী ৪৪: নির্বাচন সময়ের উপর মতামত (উত্তরদাতার প্রকার দ্বারা)

উত্তরদাতার ধরন	হ্যাঁ	না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
ঘরভিত্তিক জরিপ	৮৭.৭%	৮.৪%	৩.৯%	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান জরিপ	৭৪.৯%	২০.৩%	৪.৮%	১০১৫

পুরুষ উত্তরদাতাদের একটি উচ্চতর অনুপাত (১২.৯%) ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের পক্ষে নয় মহিলা উত্তরদাতাদের (৫.৫%) তুলনায় (সারণী ৪৫)।

সারণী ৪৫: নির্বাচন সময়ের উপর মতামত (লিঙ্গ দ্বারা)

লিঙ্গ	হ্যাঁ	না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
পুরুষ	৮৩.৭%	১২.৯%	৩.৪%	৫৬৩৯
নারী	৮৯.৮%	৫.৫%	৪.৭%	৪৭২৯
তৃতীয় লিঙ্গ	৮৬.৭%	৮.৯%	৪.৪%	৪৫

তরুণ উত্তরদাতারা (জেন জি) বয়স্ক প্রজন্মের (যেমন, বুমারস II, ৬.০%) তুলনায় উচ্চতর অসম্মতি (১১.০%) দেখিয়েছে (সারণী ৪৬)।

OFFICIAL

সারণী ৪৬: নির্বাচন সময়ের উপর মতামত (বয়স গোষ্ঠী দ্বারা)

বয়স গ্রুপ	হ্যাঁ	না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
জেন জি (১৮-২৮)	৮৪.৮%	১১.০%	৪.২%	৩৯১৪
মিলেনিয়াল (২৯-৪৪)	৮৬.৬%	৯.৫%	৩.৯%	৩৪৭৫
জেন এক্স (৪৫-৬০)	৮৮.১%	৮.৩%	৩.৬%	২০৫৯
বুমারস ২ (৬১-৭০)	৯০.৮%	৬.০%	৩.২%	৬৮৫
বুমার্স ১ (৭১-৮০)	৮৭.৪%	৭.৯%	৪.৭%	১৯১
পোস্ট ওয়ার প্লাস (৮০ +)	৮৪.৩%	৫.৬%	১০.১%	৮৯

কম শিক্ষিত উত্তরদাতাদের তুলনায় শিক্ষিত উত্তরদাতাদের একটি উচ্চতর অনুপাত নির্বাচন সময়ের উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দিয়েছে (সারণী ৪৭)

সারণী ৪৭: নির্বাচন সময়ের উপর মতামত (শিক্ষার স্তর দ্বারা)

শিক্ষা স্তর	হ্যাঁ	না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
শিক্ষা নেই বা প্রাক-প্রাথমিক	৯০.২%	৪.৬%	৫.৩%	১৫৩৪
কিছু পড়াশোনা, প্রাথমিক সম্পূর্ণ নয়	৮৯.৮%	৪.৯%	৫.৩%	১০২০
প্রাথমিক সম্পূর্ণ, মাধ্যমিক সম্পূর্ণ নয়	৮৯.৭%	৬.৫%	৩.৮%	৩৩৮৩
মাধ্যমিক	৮৬.০%	১১.২%	২.৮%	১৩৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	৮০.৬%	১৫.২%	৪.৩%	১৮৭৩
ভোকেশনাল	৮৫.৫%	১০.৯%	৩.৬%	৫৫
সম্মান	৭৯.৬%	১৭.৮%	২.৬%	৭৯৪
স্নাতক	৭৮.৯%	১৮.২%	২.৯%	৩৭৪

চাকরিজীবীরা নির্বাচন সময়ের উচ্চতর disapproval দেখিয়েছে, উল্লেখযোগ্যভাবে শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ (১৯.০%), স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার (১৯.১%), এবং সরকারী চাকরিজীবী (১৭.৬%)। শিক্ষার্থীরাও উচ্চ বিরোধিতা দেখিয়েছে (১৬.৮%)। বিপরীতে, গৃহিণী (৩.৬%) এবং খুচরা বিক্রেতারা (৩.৫%) কম বিরোধিতা দেখিয়েছে (সারণী ৪৮)।

সারণী ৪৮: নির্বাচন সময়ের উপর মতামত (পেশা দ্বারা)

পেশা	হ্যাঁ	না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
ব্যবসা	৮৪.৪%	১২.৬%	৩.০%	১৬৮১
সৃজনশীল ও অভিনয়শিল্পী	৮৪.৪%	১১.১%	৪.৪%	৪৫
কৃষক	৮৭.৩%	৮.৬%	৪.১%	১০৩৫
সরকারি চাকরি	৮০.৪%	১৭.৬%	২.০%	১০২
স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী	৭৮.৭%	১৯.১%	২.১%	৪৭

OFFICIAL

পেশা	হ্যাঁ	না	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
গৃহিণী	৯১.৩%	৩.৬%	৫.১%	৩৪২৭
শ্রমিক	৮৪.৯%	১০.৫%	৪.৬%	৮২০
অন্যান্য	৮৮.১%	১০.১%	১.৮%	৩৩৬
বেসরকারি চাকরি ও এনজিও	৮৫.২%	১২.১%	২.৭%	৫৯৩
খুচরা ব্যবসায়ী	৯৫.৩%	৩.৫%	১.২%	৮৬
শিক্ষার্থী	৭৯.৫%	১৬.৮%	৩.৮%	১৭০০
শিক্ষক ও প্রশিক্ষক	৭৮.৫%	১৯.০%	২.৫%	১২১
বেকার	৮৮.১%	৮.১%	৩.৮%	৪২০

৩.৯ নির্বাচন সময় এবং ভোটদানের অভিপ্রায়: যদি পরবর্তী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা

উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তারা ভোট দিতে যাবে কিনা। একটি overwhelming ৯৪.৩% 'হ্যাঁ' বলেছে (সারণী ৪৯)।

সারণী ৪৯: ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা

প্রতিক্রিয়া	শতাংশ
হ্যাঁ	৯৪.৩%
না	৪.০%
বলতে পারছি না/বলতে চাই না	১.৮%
(n)	১০৪১৩

সামগ্রিকভাবে উচ্চ হলেও, বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট উত্তরদাতাদের মধ্যে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা কম (৮৪.৪% হ্যাঁ) পারিবারিক উত্তরদাতাদের (৯৫.৩% হ্যাঁ) তুলনায় (সারণী ৫০)।

সারণী ৫০: ভোট দেওয়ার ইচ্ছা (উত্তরদাতার প্রকার দ্বারা)

উত্তরদাতার ধরন	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
ঘরভিত্তিক জরিপ	৩.০%	৯৫.৩%	১.৭%	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান জরিপ	১০.৭%	৮৪.৪%	৪.৮%	১০১৫

শিক্ষার স্তর বৃদ্ধির সাথে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা হ্রাস পায়। কোনো শিক্ষা নেই এমন ৯৭.৬% উত্তরদাতা ভোট দেওয়ার ইচ্ছা রাখে, যেখানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ৮৮.৫%-এর তুলনায় (সারণী ৫১)।

OFFICIAL

সারণী ৫১: ভোট দেওয়ার ইচ্ছা (শিক্ষার স্তর দ্বারা)

শিক্ষা স্তর	না	হ্যাঁ	বলতে পারছি না/বলতে চাই না	(n)
শিক্ষা নেই বা প্রাক-প্রাথমিক	১.৪%	৯৭.৬%	১.০%	১৫৩৪
কিছু পড়াশোনা, প্রাথমিক সম্পূর্ণ নয়	১.৬%	৯৭.১%	১.৪%	১০২০
প্রাথমিক সম্পূর্ণ, মাধ্যমিক সম্পূর্ণ নয়	২.৫%	৯৬.৩%	১.৩%	৩৩৮৩
মাধ্যমিক	৪.১%	৯৪.৫%	১.৪%	১৩৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	৬.৭%	৯০.৭%	২.৬%	১৮৭৩
ভোকেশনাল	৭.৩%	৮৯.১%	৩.৬%	৫৫
সম্মান	৭.৭%	৮৯.৭%	২.৬%	৭৯৪
স্নাতক	৭.২%	৮৮.৫%	৪.৩%	৩৭৪

৩.১০ নির্বাচনী সংস্কারের উপর মতামত

উচ্চ কক্ষ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) সম্পর্কে জনগণের জ্ঞান এবং মতামত উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষে পিআর সিস্টেম ব্যবহার করা উচিত কিনা। প্রতিক্রিয়াগুলি কম সচেতনতা দ্বারা প্রভাবিত, একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬.০%) এটি সম্পর্কে শোনেনি বা বলার মতো যথেষ্ট জানত না। বাকিদের মধ্যে, মতামত বিভক্ত ছিল (২১.৮% হ্যাঁ, ২২.২% না)। এই বিশ্লেষণ থেকে মূল takeaway হল, যারা এই সিস্টেম সম্পর্কে সচেতন, তারা এটিকে বিরোধিতা করার চেয়ে তুলনামূলকভাবে পিআর সিস্টেমের পক্ষে বেশি (সারণী ৫২)।

সারণী ৫২: উচ্চ কক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) সিস্টেম ব্যবহারের উপর মতামত

প্রতিক্রিয়া	শতাংশ
PR সম্পর্কে শুনিনি বা যথেষ্ট জানি না / বলতে পারছি না	৫৬.০%
না	২২.২%
হ্যাঁ	২১.৮%
(n)	১০৪১৩

শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করে। কোনো শিক্ষা নেই এমনদের ৬৯.৬% অসচেতন ছিল, যেখানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের মাত্র ৩১.০%-এর তুলনায়। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এই উত্তরদাতাদের মধ্যে, যারা পিআর সম্পর্কে বেশি সচেতন, তাদের ৪৪.৪% পিআর সিস্টেমকে সমর্থন করে যেখানে ২৪.৬% এটি সমর্থন করে না। এটি বোঝায়, সচেতনতা উচ্চ কক্ষ পিআর-এর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব উন্নত করে (সারণী ৫৩)।

সারণী ৫৩: পিআর সিস্টেমের উপর মতামত (শিক্ষার স্তর দ্বারা)

শিক্ষা স্তর	না	হ্যাঁ	PR সম্পর্কে শুনিনি বা বলতে পারছি না	(n)
শিক্ষা নেই বা প্রাক-প্রাথমিক	১৬.৭%	১৩.৭%	৬৯.৬%	১৫৩৪
কিছু পড়াশোনা, প্রাথমিক সম্পূর্ণ নয়	২০.০%	১৪.৯%	৬৫.১%	১০২০
প্রাথমিক সম্পূর্ণ, মাধ্যমিক সম্পূর্ণ নয়	২১.৭%	১৬.৯%	৬১.৫%	৩৩৮৩

OFFICIAL

শিক্ষা স্তর	না	হ্যাঁ	PR সম্পর্কে শুনিনি বা বলতে পারছি না	(n)
মাধ্যমিক	২৪.২%	২৩.৯%	৫১.৯%	১৩৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	২৬.৮%	২৮.৩%	৪৪.৯%	১৮৭৩
ভোকেশনাল	২৭.৩%	২৫.৫%	৪৭.৩%	৫৫
সম্মান	২৩.৯%	৩৬.৮%	৩৯.৩%	৭৯৪
স্নাতক	২৪.৬%	৪৪.৪%	৩১.০%	৩৭৪

অন্যান্য বয়স গোষ্ঠীর তুলনায় জেন জি-এর মধ্যে পিআর-এর জন্য সচেতনতা এবং সমর্থন সর্বোচ্চ।

সারণী ৫৪: পিআর সিস্টেমের উপর মতামত (বয়স গোষ্ঠী দ্বারা)

বয়স গ্রুপ	না	হ্যাঁ	PR সম্পর্কে শুনিনি বা বলতে পারছি না	(n)
জেন জি (১৮৮-২৮)	২১.৯%	২৬.৯%	৫১.২%	৩৯১৪
মিলেনিয়াল (২৯-৪৪)	২২.৩%	১৯.৬%	৫৮.১%	৩৪৭৫
জেন এক্স (৪৫-৬০)	২৩.৬%	১৮.০%	৫৮.৪%	২০৫৯
বুমারস ২ (৬১-৭০)	২১.৯%	১৮.০%	৬০.১%	৬৮৫
বুমার্স ১ (৭১-৮০)	১৮.৮%	১৮.৩%	৬২.৮%	১৯১
পোস্ট ওয়ার প্লাস (৮০ +)	১৪.৬%	১৩.৫%	৭১.৯%	৮৯

OFFICIAL